COMPILED & CIRCULATED BY
MADHUMITA ADDYA
STATE AIDED COLLEGE TEACHER
DEPT. OF BENGALI
NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd Semester (P.G)
Paper - BENG - 303
আলোচনা - ৩

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

"গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলার নাট্যভারতী অভিজাতের অন্তঃপুরে ভীরু পদক্ষেপে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া তাঁহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও অপূর্ব মহিমা সর্বসমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিলেন।"

[তথ্যসূত্র: বাংলা নাটকের ইতিহাস / ড. অজিতকুমার ঘোষ
পৃষ্ঠা নং - ১৪৪]

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪ খ্রিঃ - ১৯১২ খ্রিঃ) একটি 'যুগ' সৃষ্টি করেছেন। রামনারায়ণ পর্যন্ত বঙ্গীয় নাটক ও নাট্যশালার যদি উদ্ভবের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে মধুসূদন থেকে তার বিকাশ পর্বের সূচনা, গিরিশ-চন্দ্রের হাতে তার সম্যক পরিপুষ্টি।

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd Semester (P.G)
Paper - BENG - 303

(২)

গিরিশচন্দ্র যে সময় নাট্যরচনার আসরে অবতীর্ণ হলেন, তখন বাংলা নাট্যসাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে যৌবনের সূচনা দেখা গিয়েছে। তাঁর পূর্বে প্রতিভাবান নাট্যকারবৃন্দ বিভিন্ন নাট্যধারার প্রবর্তন করেছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেইসব নাট্যধারা আরও পুষ্ট করে অগ্রগতির পথে চালিত করেছিলেন, —তিনি সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক অনেক প্রকারের নাটক প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর অগ্রবর্তী পালিকৃতের সুনির্দেশিত পথ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচিত নাটকগুলি হল —

(ক) পৌরাণিক নাটক :

'রাবণ-বধ' - ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ, 'অভিমন্যু-বধ' (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ)
'সীতার বনবাস' - ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ
'লক্ষ্মণ-বর্জন' - ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd semester (P.G)
paper - BENG - 303

(৩)

'রামের বনবাস' — ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ
'সীতাহরণ' — ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ
'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'
'চণ্ডী' — ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ
'পাণ্ডবগৌরব' — ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি।

(খ) ভক্তিমূলক নাটক :

'নল-দময়ন্তী' (১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ)
'শ্রীবৎস-চিন্তা'
'ধ্রুব-চরিত্র'
'চৈতন্য-লীলা' (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ)
'রূপসনাতন' (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ)
'নিমাই-সন্ন্যাস'

Scanned by CamScanner

'শঙ্করাচার্য' — ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ
'বিল্বমঙ্গল' — ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ
'করমেতিবাই' — ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ
'পূর্ণচন্দ্র' — ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ
'বিষাদ' — ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ
'নসীরাম' — ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ
'কালাপাহাড়' — ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি।

(গ) সামাজিক নাটক :

'প্রফুল্ল' — ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ
'হারানিধি' — ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ
'মায়াবসান' — ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ
'বলিদান' — ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
'শাস্তি কি শান্তি' — ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ
'গৃহলক্ষ্মী' — ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd semester (P.G)
paper - BENG - 303

ঘ) ঐতিহাসিক নাটক :

'চন্দ্র' –

'ভ্রান্তি' – ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ

'বাসব' – ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ

'অশোক' – ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ

'সিরাজদ্দৌলা' – ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ।

ঙ) গীতিনাট্য :

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানা গীতিনাট্যও রচনা করেছেন। 'মলিনমালা', 'মলিনা বিকাশ', 'স্বপ্নের ফুল', 'দোললীলা' 'মোহিনী প্রতিমা', 'দেলদার' প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গীতিনাট্য 'আবু হোসেন'।

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd semester (P.G)
paper - BENG - 303

(৮) পঞ্চরং :

(৬)

গিরিশচন্দ্র কতগুলি প্রহসন লিখেছিলেন; এগুলি পঞ্চরং নামে প্রসিদ্ধ। সেগুলি হল —

'হোমিওপ্যাথি', 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিক বাজার' 'বড়দিনের বখশিস', 'সভ্যতার পাণ্ডা' 'য়্যায়সা কি ত্যায়সা' প্রভৃতি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যপ্রতিভার মূল্যায়ন :

(১) গিরিশচন্দ্রের নাট্যিক প্রতিভার সহজ ও স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস পৌরানিক নাটক রচনায়। তাঁর আগে পর্যন্ত পুরানকাহিনি নিয়ে নাটক রচনা যাত্রাপালা ও গীতাভিনয়ের একটি ভিত গড়ে উঠেছিল, সেই ভিতের ওপর গিরিশচন্দ্র পৌরানিক নাটকের এমন একটা ইমারত গড়লেন যে, সকলের কাছে তিনিই যেন পৌরানিক নাটকের 'স্রষ্টা' বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। বাঙালি জাতির হৃদয়ের আর্তি, তার ধর্মপ্রাণতা, তার দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য, তাঁর পুরান ঐতিহ্য এবং পুরানকথার প্রতি গভীর টান — গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং নাট্য রচনায় তাকে অনায়াস সাফল্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই গিরিশচন্দ্রের হাতে পৌরানিক নাটক এক নতুন মাত্রা লাভ করল।

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd semester (P.G)
paper - BENG - 303

(৭)

(২) গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকে রামায়ণ এবং মহাভারত থেকে অনেক কাহিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাব ও ভাষা তাঁর অনেক নাটকেই অবিকল অনুসৃত হয়েছে।

(৩) গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেশীয় এবং জাতীয় ভাবই বেশি পরিমাণে বিদ্যমান, তবে বিদেশী ভাব ও সাহিত্যের আদর্শও তিনি কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শই গ্রহণ করেছিলেন।

(৪) গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটক ধর্মভাব ও নীতিভাবে আচ্ছন্ন — এটাই তাঁর সর্বপ্রধান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

(৫) গিরিশচন্দ্রের এই প্রবল ধর্মভাব ও নীতিভাবের জন্য নাটকের চরিত্রগুলি তাঁর মানসিক আদর্শ অনুযায়ী পরিণতি লাভ করেছে। তিনি পাপী এবং পুণ্যাত্মা দুই রকম চরিত্রই অঙ্কন করেছেন, কিন্তু ধর্ম ও নীতির জয় এবং গৌরব দেখানোর জন্যেই এদের চরিত্রের বিকাশ দেখিয়েছেন।

বাংলা (P.G) 3rd semester / BENG - 303 / উনিশ-বিশ শতকের নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd Semester (P.G)
Paper - BENG - 303

(৬)

(৬) ভাষা এবং ছন্দের দিক দিয়ে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের সর্বাপেক্ষা বেশি সংস্কার করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রই নাটকীয় সংলাপ সর্বপ্রথম সচল ও সাবলীল করতে সক্ষম হলেন, নাটকীয় চরিত্রগুলি তাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করার অধিকার পেল। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক প্রভৃতি যেমন প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা বলে, গিরিশচন্দ্রের বিদূষক প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক চরিত্রও তেমনি কলকাতা অঞ্চলের ইতর ভাষা ব্যবহার করে। গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর গৌরিশী ছন্দ। যদিও এই ছন্দের সর্বপ্রথম আবিষ্কর্তা নন, কারন তাঁর পূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ, উপেন্দ্রমোহন রায়, রাজকৃষ্ণ রায় এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দ সংস্কার এবং নাটকের উপযোগী করে একে অমরত্ব দান করে যান। গৌরিশী ছন্দের মধ্য দিয়ে নাটকীয় ক্রিয়া এবং চরিত্র দ্রুতগতি চলিষ্ণুতা প্রাপ্ত হয়, এবং কথোপকথন কখনো দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর মনে হয় না।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে দোষত্রুটি থাকলেও তাতে অকপট আন্তরিকতার অভাব কেউ লক্ষ করতে পারবেন না। তিনি নিজে যা দেখেছেন, অকুণ্ঠ লেখনীর মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করে গিয়েছেন। তাই বাংলা নাট্যজগতে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের অবদান চিরস্মরণীয়।

Scanned by CamScanner